মহান মে দিবস ২০০০

বিশ্বায়নের পথ ধরে আমরা যাবো জগত জুড়ে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ এ্যাড এম্পায়া

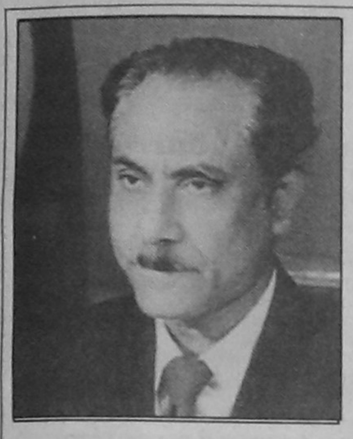

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

ঐতিহাসিক মহান মে দিবস পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমিক সমাজের অবদান সবাই স্বীকার করে। শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ অনুসরণ করে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি, অধিকতর উৎপাদন, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কলে-কারখানায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। দেশের শ্রমিক সমাজ ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য। অপরদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দলীয় স্বার্থে শ্রমিক সমাজকে ব্যবহার করার পরিবর্তে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করতে হবে। অন্যথায় সাধারণ শ্রমিকের অধিকার ও স্বার্থ বিঘ্নিত হবে এবং জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে।

সারা বিশ্বের শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এ দিনে আমি তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৮৮৬ সালের মে মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে শ্রমিকের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন- রক্তের বিনিময়ে অর্জিত সে অধিকার আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়ে শ্রমজীবী মানুষের সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস নামে পৃথিবীর দেশে দেশে পালিত হচ্ছে। শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সংহত ও স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারেও মহান মে দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করছে। ঐতিহাসিক এ দিনে সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গণতান্ত্রিক অধিকার সংহত করার জন্য এবং শ্রমিক সম্প্রদায়কে একটি সুখী সমৃদ্ধ জীবন উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মে দিবসের মূল বাণী ও প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। অধিকতর উৎপাদন, দক্ষতার উন্নয়ন, সরঞ্জামের বর্ধিত সরবরাহ ও সুষ্ঠু সেবা এবং শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি লক্ষ্য বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই দিনটিকে তাৎপর্যময় করে তোলা সম্ভব। মহান মে দিবসে দেশের মালিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে নতুন করে শপথ নিতে হবে উদ্যোগ, পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন ধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে।

মে দিবস উদ্‌যাপন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই বন্দি হয়ে থাকতে পারে না। এ উদ্‌যাপন যেন নতুন সহযোগিতামূলক সম্পর্ক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সোপান হয় ইহা কাম্য।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মহান মে দিবস ২০০০

গ্লোবালাইজেশন এবং বাংলাদেশের শিল্প সম্পর্ক

মোঃ হাফিজুর রহমান
শ্রম পরিচালক

যুগে যুগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন মানব সমাজ ও তার রাষ্ট্র জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের ফলে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারে এসে উৎপাদিত সেবা ও পণ্য এবং পুঁজির শুল্কবিহীন অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা পর্যায়ক্রমে বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। পণ্য, সেবা ও পুঁজির অবাধ বিচরণের এ স্বাধীনতাই "গ্লোবালাইজেশন এন্ড ফ্রি মার্কেট ইকোনমি" বা "মুক্তবাজার অর্থনীতি" হিসেবে পরিচিত। তাই, পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নকামী দেশের মত বাংলাদেশও মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক। মুক্তবাজার অর্থনীতি পুঁজিবাদী তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বশেষ উদ্ভাবিত একটি দর্শন।

বর্তমানে 'গ্রুপ-৭' নামে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও জাপান-বাজার অর্থনীতির দর্শনকে গ্রহণ করে আজ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বিশ্ব বাস্তবতা ঃ
মুক্তবাজার অর্থনীতি আজকের বিশ্বের নিকট একটি অতি বাস্তবতা ও বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান যুগ অর্থনীতি ও বাণিজ্যের যুগ। অভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশসমূহ তাই একবিংশ শতাব্দীতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মনযোগী হচ্ছে, এবং পণ্যের বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় নামছে। বাজার সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রায় সকল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সীমা তুলে দিয়ে সারা বিশ্বকে "গ্লোবাল ভিলেজ" হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। যুক্তি দেখানো হচ্ছে- শুল্ক বিহীন অবাধ আমদানী ও রপ্তানীর মাধ্যমে পণ্যের সংকুচিত বাজার সমস্যার সমাধান হবে। প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে উৎপাদনের বিশেষীকরণ সহ উৎপাদনের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুঁজি ও প্রযুক্তির অবাধ বিচরণের ফলে নিশ্চিত হবে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার। শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে বাণিজ্য সংস্থা গ্যাট গড়ার মাধ্যমে। পরবর্তীতে, একই উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালে গ্যাট এর স্থলে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সহ শতাধিক দেশ এ সংস্থার সদস্য, এবং ২০০৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে অবাধ ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চালু করার পক্ষে রয়েছে তাদের স্বীকৃতি। ১৯৯১ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে, গ্যাটভুক্ত দেশগুলো মোট বিশ্ব বণিজ্যের প্রায় ৮০-৮৫% নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৫৮ সালে ইউরোপের দেশসমূহ ই ই সি গঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক মডেল সৃষ্টি করে, এবং নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। আঞ্চলিক ভিত্তিতে মুক্ত বাণিজ্যের এ মডেলের অনুসরণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইকোনমিক জোন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জোনভুক্ত দেশগুলো 'গিভ এন্ড টেক' পলিসির ভিত্তিতে কাজ করছে। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ বাস্তবতায় কোন দেশের পক্ষে একলা চলো নীতি অবলম্বন করে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। অর্থনীতি ও বাণিজ্যের খাতিরে বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় আবদ্ধ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বার্থে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিরোধ ও বৈরিতার অবসান ঘটতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি ঃ
অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাত এবং সরকারী খাত - এ দুই খাতের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি মিশ্র চরিত্র বহন করে। বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অর্থাৎ মুক্তবাজার অর্থনৈতিক দর্শনকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে, এবং দাতাদেশ ও অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থার সুপারিশে পর্যায়ক্রমে মুক্তবাজার অর্থনীতির পলিসি প্যাকেজ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া, দেশী ও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহ দান, শুল্ক হার হ্রাসের মাধ্যমে আমদানী ও রপ্তানী উদারীকরণ ইত্যাদি সরকারী নীতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রয়াস চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রয়োগের নীতিকে অনেকে ধনতন্ত্রের আগ্রাসন হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, উৎপাদন দক্ষ পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব নিজেদের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির প্রয়োজনে সারা বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে উৎসাহী। মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের বাজার বিদেশী পণ্যে সয়লাব হয়ে যাবে বলে অনেকের ধারণা। এখানে পুঁজি বিশেষ আসবে না, কারণ শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় এখানে মুনাফার হার কম হবে। বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের পথ তৈরী হওয়ার আশংকা রয়েছে। আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদী নীতির অভাব তথা শুল্কহার হ্রাসের ফলে শিশু শিল্প ও রুগ্ন শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন না করে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন অর্থনীতির জন্য মোটেও শুভ ফল বয়ে আনবে না। ফলে এই চ্যালেঞ্জ মোবাবেলা করার লক্ষ্যে এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতিমূলক কাজ প্রয়োজন। বেসরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের প্রতি সমর্থন থাকলেও অনেকে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের ঢালাও বেসরকারীকরণের সমালোচনা করেন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বেসরকারীকরণের ফলে মুনাফা কিংবা উৎপাদন দক্ষতার ব্যবহার বাড়েনি। বিরাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প মালিকদের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকারী ভর্তুকী, পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ সুবিধা দেয়া হয়। রুগ্ন শিল্পের অজুহাতে এ ঋণ সময়মত পরিশোধ না করে অনেকে এখন ঋণ খেলাপীর দায়ে অভিযুক্ত। অনেক বেসরকারী শিল্প ঋণ সুবিধার প্রয়োজনে নামে মাত্র আছে, কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ। পণ্যের নিম্নগুণগতমান এবং উৎপাদন খরচের আধিক্যের কারণে বহু শিল্পপণ্য দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে বসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায় যে, কোনটি রুগ্ন শিল্প, কোনটি দুর্নীতিগ্রস্থ ও অলাভজনক শিল্প, কোনটি অদক্ষ শিল্প, আবার কোনটি ঋণখেলাপীর দায়ে অভিযুক্ত। দেশের শিল্পখাতের এ পরিস্থিতির উত্তরণ প্রয়োজন। কারণ এসব শিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনার উপর জাতীয় উন্নয়ন নিহিত। যদিও কোন কোন শিল্পে ব্যবস্থাপনায় ও অন্যান্য নীতিমালা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় সমূহ ঃ

(১) বাজার অর্থনীতি ও সতর্কতা ঃ উন্নত দেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতির সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে এ দর্শন ভাল ফলাফল আনবে এমন ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বাজার অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্থনীতিতে বিরাজমান কতিপয় পূর্বশর্তের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণতঃ সম্পদের মালিকানা কতিপয় লোকের হাতে কুক্ষিগত থাকে। আয় ও সম্পদের বৈষম্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। উন্নয়নশীল দেশে বাজারের অপরিপূর্ণতা আরো একটি বড় সমস্যা। দেশের বিভিন্ন স্থানের ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ফাঁক ও তথ্য ফাঁক সমস্যা প্রকট। এরূপ পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের অর্থ দাঁড়ায় অর্থনীতিকে বেসরকারী-একচেটিয়া ব্যবস্থার হাতে তুলে দেয়া। এর পরিণতি খুব একটা শুভ হয় না। তাই বাজার অর্থনীতি প্রয়োগের পূর্বে সতর্কতার সাথে যা করা উচিত তা হলো ঃ

(ক) স্থিতিশীল ম্যাক্রো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখা; (খ) আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমিয়ে আনা; (গ) আইনের শাসন; (ঘ) ভৌত-অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (ঙ) রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের কৌশল গ্রহণ; (চ) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা।

দ্বিতীয়তঃ শুল্কহার হ্রাসের ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে সতর্কতা। উদার আমদানী নীতির সুযোগে দেশীয় বাজার বিদেশী পণ্য দ্বারা বেদখল হয়ে যেতে পারে। এতে দেশীয় রোগা, দুর্বল ও শিশু শিল্প ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কাজেই যাচাই সাপেক্ষে যে সব পণ্য উৎপাদনে আন্তর্জাতিক মান অর্জিত হয়েছে, কেবলমাত্র সেসব নির্বাচিত পণ্যের উপর মুল্কহার হ্রাস তথা বাজার উন্মুক্ত করা যেতে পারে। দেশের শিশু শিল্প ও দুর্বল শিল্প রক্ষার কথা স্মরণ রেখে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রয়োগ করতে হবে।

(২) অপরিশোধিত ঋণের বোঝা মওকুফ করানো অথবা কমানোর ব্যবস্থা করা।

(৩) শিক্ষার হার বৃদ্ধি ঃ সকলের জন্য, বিশেষ করে নারীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রান্তবয়স্কদের জন্য উন্নত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দ্বারা সকলের কর্মসংস্থান হয়।

(৪) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রসার ঘটানো; কারণ,
(ক) দারিদ্র বিমোচন; (খ) অধিক কর্মসংস্থান বিশেষ করে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (গ) রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন কমানো;

(৫) শ্রমিকের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান;

(৬) কর্মক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকের মজুরী প্রদান, এবং কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশ প্রদান।

(৭) কর্মক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক সহযোগিতা: আধুনিক ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক। পারস্পরিক স্বার্থের মিল রয়েছে এমন সব ক্ষেত্রেই শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ খোলাখুলিভাবে সহযোগিতা প্রদর্শন করতে পারে। অপচয় দূর করে খরচ কমিয়ে ও উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান বাড়িয়ে দক্ষতা ও উৎপাদানশীলতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যৌথ দর কষাকষি কিংবা আইনের মাধমে বর্ধিত উৎপানের অংশ ভোগ করার লক্ষ্যে যদি শ্রমিকদের পছন্দমত কোন পদ্ধতির উদ্ভব করা সম্ভব হয়, তাহলে শ্রমিকেরা খুবই আগ্রহের সাথে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য সহযোগিতা প্রদান করে।

শ্রম ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে আন্তরিকতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে যে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয় তাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের কিছুটা কোয়ার্সিভ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু সমঝোতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা কেবলমাত্র সুনাম ও বুদ্ধিবৃত্তিরই পরিচায়ক। যে কোন ধরনের সহযোগিতা স্কিমকে কার্যকরী করতে হলে, শ্রমিকদের চাকুরীর নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশে তাঁদের শেয়ারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের ব্যাপারে শ্রমিকদের সঙ্গে কোন না কোন ধরনের চুক্তি রয়েছে, সেখানে শ্রমিকরা ব্যবস্থাপনার যে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহজেই রাজী থাকে।

সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক চর্চা ঃ
শিল্পে গণতন্ত্রের উন্নতির জন্যও সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেকে বলেন, যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকেরা কাজ করে তার পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার থাকা উচিত আর এরফলেই শিল্পে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র চর্চা যে সাহায্য করে থাকে তা নয়। তবুও আধুনিককালে রাজনীতিতে গণতন্ত্রকে যেভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই শিল্পে গণতন্ত্রের চর্চার গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। এর জন্য শ্রম ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আজ অস্বীকার করা চলে না।

শিল্প থাকলে বিরোধ থাকবে, এটা নতুন কথা নয়। আর এ বিরোধের সৃষ্টি হলে তারও যে নিরসন করা সম্ভব নয় সেটাও কোন কাজের কথা নয়। আসলে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই সমঝোতা হওয়া সম্ভব। শ্রম ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা সম্পর্কিত স্কিম চালুর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি, প্রভাব ও জ্ঞান এবং শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে একটা সুনির্দিষ্ট কল্যাণমুখী উদ্দেশ্যে পরিচালনা করতে পারলে তার সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর সুফলের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, যার ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ে, কর্ম পরিবেশের উন্নতি হয়, শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির প্রসার ঘটে ও সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন অনিচ্ছুক মালিকের কাছ থেকে পাওয়া কিছু অধিকার শ্রমিকেরা সব সময়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ নাও করতে পারে। কিন্তু একজন আগ্রহী মালিকের নিকট থেকে স্বেচ্ছায় পাওয়া কোন অধিকা অমর্যাদা শ্রমিকেরা কখনো করে না। সে অধিকারের বিনিময়ে তারা প্রতিষ্ঠা কল্যাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। আ কথা হচ্ছে, মুরুব্বীর দৃষ্টিভঙ্গীর উপ সব নির্ভর করে। যে মালিক শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করে, তা সুখে-দুঃখে অংশীদার হতে আগ্রহ প্র করে এবং সর্বোপরি মাথার ঘাম প ফেলে শ্রমিকেরা যে শ্রম দেয় তার স মূল্যায়ন করে সে মালিকের প্রতিষ্ঠ কোন বিরোধ থাকতে পারে না। কখনও যদি তার উত্থাপন হয়ওবা সমঝোতার মাধ্যমে নিরসন করা মো কষ্টকর নয়।

শ্রম বিরোধ ছাড়া অন্য সমস্যাও প্রতিষ্ঠ থাকতে পারে। শিল্প পদ্ধতির পরিব নতুন দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা কাজের পুনর্গঠন ইত্যাদিকে শ্রমি প্রাথমিকভাবেই বাধা দিয়ে থা প্রতিষ্ঠানে যদি সহযোগিতার মনো বজায় থাকে, শ্রম-ব্যবস্থাপ সহযোগিতা যদি স্বেচ্ছামূলক হয়, তা এ ধরনের সমস্যাতেও শিল্পে শা ব্যাঘাত ঘটে না। দ্বিপাক্ষিক আল আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করা য

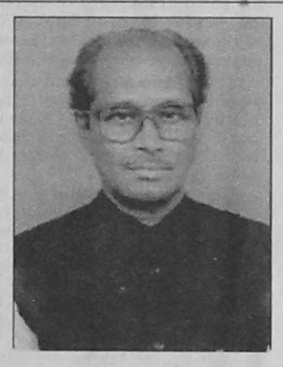

মন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটিকে বিশ্বের সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। একশ চৌদ্দ বছর আগে এদিনে শিকাগো শহরে যে সব শ্রমজীবী মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য আত্মদান করেছিলেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

শ্রমিক-শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার সংহত এবং স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়াই মে-দিবসের তাৎপর্য। শ্রমিক সমাজের সমৃদ্ধ জীবন ও পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কল-কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মে দিবস এক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার মে-দিবসের এই চেতনাকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবে রূপায়িত করে দেশের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও কল্যাণমুখী করতে বদ্ধপরিকর। তাছাড়া শ্রমিক সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি নিশ্চিত করাও বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। এজন্য গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক পরিবেশে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। তবেই মেহনতি মানুষের শ্রমের মাধ্যমে নতুন পৃথিবী ও উন্নত দেশ গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি তা বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

বিদ্যমান শ্রমিক মালিক সুসম্পর্কের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং সুসম্পর্কের ভিত্তিতে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে মহান মে দিবসে এই কামনাই করি।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এম, এ, মান্নান এম, পি

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকা

বাণী

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি দিবস পহেলা মে। শ্রমের উপযু মূল্য প্রাপ্তি, দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবি এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ১৮৮৬ সালের এদিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমিকের আত্মাহুতি দিয়ে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। ১৮৮৯ থেকে এ দিবসটি বিশ্বের নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বিশ্বময় শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহান দিবসে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ অর্থনীতির সকল খাতে কঠোর পরিশ্রমে মাধ্যমে দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও অগ্রগতির চাকা সচল রেখেছে দেশে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি মানুষ। যুগে যুগে শ্রমজীবী মানুষে উৎপাদনশীলতাই সমৃদ্ধির সোপান রচনা করেছে। তাই কাজের নিশ্চয়তা উপযুক্ত পারিশ্রমিক, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক সুবিধ পাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার।

বিশ্ব আজ নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতু প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে কল-কারখানায় এবং ক্ষেত-খামারের উৎপাদ নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতার সমসাময়ি চাহিদা পূরণেও শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ভূমিকা রাখছে। কি পুঁজির বিশ্বায়নের পাশাপাশি এ যুগেও নানান ছলে শ্রমিকদেরকে বঞ্চি করা হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি প্রসার সত্ত্বেও শ্রমিকরা বিভি দেশে প্রতিকূলতা, বৈষম্য, লাঞ্ছনা ও নৃশংসতার শিকার হয়ে মানবেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণই মহান মে দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো কার্যকর ভাষা হতে পারে বলে আমি মনে করি। এজন্য প্রয়োজন দৃ রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহান মে দিবসের চেতনাকে ধারণ ক শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুখী ও সমৃ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বিকাশে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার জন ইতোমধ্যে সরকারি মালিকানাধীন ৯টি বস্ত্র কারখানার মালিকা শ্রমিকদের কাছে হস্তান্তরের নীতিমালা ও পদ্ধতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদি হয়েছে। শীঘ্রই এসব কারখানার মালিকানা শ্রমিকদের নিকট হস্তান্ত করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস। শ্রমিকদের কল্যাণের লক্ষ্যে আম আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। দেশের বিশাল মান সম্পদকে আমরা দক্ষ ও পরিশ্রমী জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে চাই মে দিবসের চেতন